যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।
৯৯তম নিয়মিত ব্যাচ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সেশন-১৩

কৃষিবিদ এ কে এম লতিফুল বারী
সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন)

ফাউল কলেরাঃ

কারণঃ

পাসচুরেলা মালটোসিডা নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়।

বিস্তার

- ❑ আক্রান্ত মুরগির মাধ্যমে।
- ❑ ফার্মে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে
- ❑ মানুষের পা, কাপড় চোপড়, জুতা, মশা, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে।

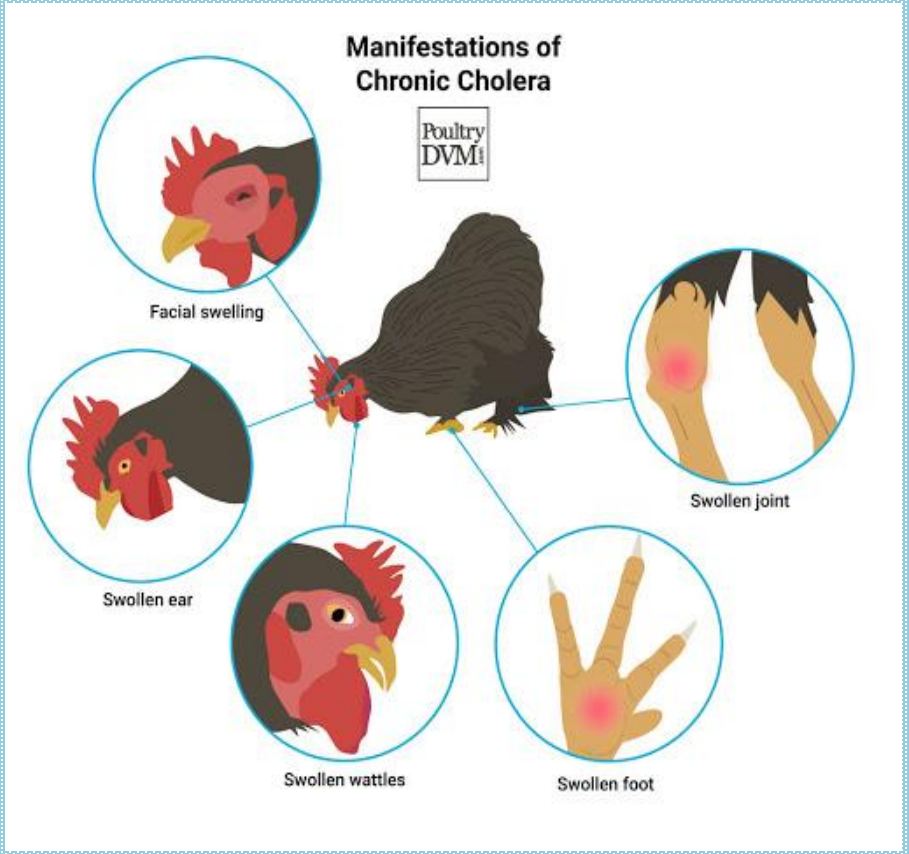

রোগ লক্ষণঃ

- ঘন ঘন পানির মত পাতলা পায়খানা করে।
- পায়খানার রঙ সবুজ অথবা কালচে ও দূর্গন্ধযুক্ত হয়।
- মাথার ঝুটি ফুলে যায়।
- কানের লতির রঙ নীলাভ।
- দ্রুত শ্বাস নেয় এবং শ্বাস কষ্ট হয়।
- চোখের পাতা ও মুখমন্ডল ফুলে যায়।

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- কলিজার উপর সাদা সাদা বিন্দু দেখা যায়।
- দেহ গহ্বরে উন্মুক্ত কুসুম থাকে।
- ফুসফুসে পানি জমে থাকে।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ **এনরোসিনঃ** প্রতি লিটার খাবার পানিতে ০.৫ মিলি. মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **রেনালাইট স্যালাইনঃ** ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **ডাইজেস্টিম লিকুইডঃ** বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে ৫ মি.লি. প্রতি ১০০টি বাচ্চার জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন। ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ২০ মি.লি. প্রতি ১০০টির জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন।লেয়ারের ক্ষেত্রে ২৫-৩০ মি.লি. প্রতি ১০০টির জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন।

প্রতিরোধঃ

- ❖ ১। মুরগিকে নিয়মিত ফাউল কলেরা রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ❖ ২। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ডাক কলেরাঃ

কারণঃ

পাসচুরেলা মালটোসিডা নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়।

বিস্তার

- আক্রান্ত হাঁসের মাধ্যমে।
- ফার্মে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে
- মানুষের পা, কাপড় চোপড়, জুতা, মশা, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে।

রোগ লক্ষণঃ

- ❖ পায়খানা সবুজ বা হলুদ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।
- ❖ নাক মুখ লালা ঝড়ে
- ❖ চোখ পানি পড়ে
- ❖ স্বভাব পানিতে মাথা একদিকে হেলিয়ে ঘুরতে থাকে।
- ❖ ডানা ঝুলে পড়ে

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- ○ কলিজা ও প্লিহায় রক্তের ফোটা দেখা যায়

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ **এনরোসিনঃ** প্রতি লিটার খাবার পানিতে ০.৫ মিলি. মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **রেনালাইট স্যালাইনঃ** ১ গ্রাম ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **ডাইজেস্টিম লিকুইডঃ** বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে ৫ মি.লি. প্রতি ১০০টি বাচ্চার জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন। ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ২০ মি.লি. প্রতি ১০০টির জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন।লেয়ারের ক্ষেত্রে ২৫-৩০ মি.লি. প্রতি ১০০টির জন্য পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে ৩-৫দিন।

প্রতিরোধঃ

- ❖ ১। মুরগিকে নিয়মিত ডাক কলেরা রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ❖ ২। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ফাউল টাইফয়েডঃ

কারণঃ

সালমোনেলা গ্যালিনেরাম নামক জীবানু দ্বারা এ রোগ হয়।

বিস্তার

- আক্রান্ত মুরগির মাধ্যমে।
- ফার্মে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে
- মানুষের পা, কাপড় চোপড়, জুতা, মশা, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে।

রোগ লক্ষণঃ

- ❖ কোন লক্ষণ ছাড়াই মুরগি বা বাচ্চা মারা যায়।
- ❖ ডিমের মাধ্যমে আক্রান্ত হলে বাচ্চা ফোটার আগেই অথবা বাচ্চা ফোটার কিছু সময়ের মধ্যেই মারা যায়।
- ❖ গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
- ❖ মাথার ঝুঁটি ও কানের লতির রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

ময়না তদন্ত রিপোর্টঃ

- ○ কলিজা ও প্লিহা বড় হয়ে যায়।
- ○ ফুসফুস ফুলে গিয়ে রক্ত বর্ণ বা বাদামী বর্ণের দেখায়।

রোগ চিকিৎসাঃ

- ✓ **ডক্সাসিল ভেট পাউডারঃ** ১ গ্রাম ২ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ **ইলেকট্রোমিন পাউডারঃ** ১ গ্রাম ২ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- ❖ ১। মুরগিকে নিয়মিত ফাউল টাইফয়েড রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ❖ ২। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ধন্যবাদ